Times Today BD

সিনিয়র রিপোর্টার | জাতীয় | 19 April, 2025

‘বিচার এবং সংস্কার দৃশ্যমান করার মধ্য দিয়ে নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হবে।নির্বাচন অবশ্যই হতে হবে, কিন্তু তার আগে বিচার এবং সংস্কার সরকারকে দৃশ্যমান করতে হবে।এটির জন্য যেটুকু সময় পাওয়া প্রয়োজন, সরকার সে সময়টুকু পেতে পারে।

আজ শনিবার জাতীয় সংসদের এলডি হলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে এনসিপির বৈঠকের বিরতিতে এ কথা বলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিচার ও সংস্কারের ম্যান্ডেট নিয়ে দায়িত্ব নিয়েছিল উল্লেখ করে আখতার হোসেন বলেন, ‘সরকার কোনোভাবেই কাজ ছাড়া সময় পেতে পারে না।

তিনি বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত সংবিধানের বিষয়ে আলোচনা করেছি।এখন পর্যন্ত বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, জনপ্রশাসন, দুদক এবং পুলিশ সংস্কার কমিশনের মতো বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে পারিনি।তবে পুলিশ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট কেন অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছি।আমাদের মতামতগুলো জানাতে চেয়েছি।

বাংলাদেশে বর্তমান সংবিধানের অধীনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব নয় মন্তব্য করে আখতার হোসেন বলেন, ‘বরং এখানে (সংবিধানে) প্রধানমন্ত্রীকে একচ্ছত্র ক্ষমতায়ন করা হয়েছে।তার মধ্য দিয়েই সাংবিধানিকভাবে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। আমরা ক্ষমতার ভারসাম্যের কথা বলছি এবং বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের মৌলিক সংস্কারের কথা বলছি।সেই প্রেক্ষাপটে কীভাবে সংবিধান পুনর্লিখন করা যায় এবং গণপরিষদ নির্বাচনের বাস্তবতা নিয়ে কথা বলেছি।

এ সময় এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, ‘আমরা আজকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বসেছি।অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।১৬৬টি সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে আমরা ১২৯টির সঙ্গে একমত হয়েছি।যেসব বিষয়ে আমরা একমত হয়নি সেগুলোর বিষয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ রয়েছে।

হাসনাত বলেন, ‘মূলত এখন পর্যন্ত আমরা তিনটি বিষয়ে কথা বলেছি।প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, প্রোটেকশন অব সিটিজেন বা নাগরিকদের নিরাপত্তা।আমরা দেখেছি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরঙ্কুশ অধিকার নিশ্চিত হয়নি।সেসব বিষয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলেছি।দ্বিতীয় বিষয়, পিসফুল ট্রানজিশন অব পাওয়ার বা শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর।আমরা দেখেছি, যখনই রাষ্ট্রের পাওয়ার ট্রানজিশনের সময় এসেছে, তখনই দেশে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।একটি নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে আরেকটি নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর কীভাবে হবে, এ বিষয়টি নিয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে, যাতে আমাদের অতীতের যেসব দুঃখ স্মৃতি রয়েছে, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি আর

না হয়।তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে, সংসদ স্থিতিশীলতার নাম করে আর্টিকেল ১৭ দিয়ে কণ্ঠরোধ করে রাখা হয়েছে।সেটি নিয়ে কথা হচ্ছে।যেটির মধ্য দিয়ে আমরা একসঙ্গে সংসদে স্থিতিশীলতা, সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতা আমাদের সংসদকে কীভাবে আরও বেশি কার্যকর করা যায়, সেটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

এনসিপি হাসনাত আব্দুল্লাহ সংসদ প্রধানমন্ত্রী

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 28 June, 2025 15:29

URL: https://www.timestodaybd.com/national/7758071051